কালের কণ্ঠ

তারিখ ..... 08 NOV 2017 পৃ ৬ ... কলাম 2 ......

তবু আগ্রহ কিন্ডারগার্টেনেই

শরীফুল আলম সুমন ▷

সারা দেশে ইচ্ছামতো চলছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। সরকারি নিয়ম-নীতি বা কারিকুলামের তোয়াক্কা করে না তারা। বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নেই মানসম্পন্ন অবকাঠামো, লাইব্রেরি বা খেলার মাঠ। শিক্ষকদের কেউই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। পড়ানো হয় একগাদা বই। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় মোটা অঙ্কের টিউশন ফি। তবে আছে শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন, সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপত্তা। এতেই অভিভাবকদের আগ্রহ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রতি। অভিভাবকদের বেশির ভাগ সরকারি স্কুলের চেয়ে কিন্ডারগার্টেনকেই শ্রেয় মনে করে।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের (বিকপ) হিসাব মতে, দেশে প্রায় ৬৫ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এতে প্রায় এক কোটিরও বেশি শিশু পড়ালেখা করছে। কিন্তু সব দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা পাঁচ শর বেশি হবে না।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকলেও পরীক্ষার ফলাফলের দিক দিয়ে সেগুলো পিছিয়ে পড়ছে।

▶▶ বিশেষ পৃষ্ঠা ২ ক. ৩

তবু আগ্রহ কিন্ডারগার্টেনেই

▶▶ বিশেষ শেষ পৃষ্ঠার পর

আগের বছরগুলোর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় সবচেয়ে ভালো করেছে। এরপর রয়েছে উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন ও মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সবার শেষে অবস্থান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অথচ বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীই সরকারি স্কুলের।

রাজধানীর শেরেবাংলানগরে অবস্থিত আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবযানী দত্ত বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি নেই, দারোয়ান নেই। ফলে টিফিন পিরিয়ডে শিক্ষার্থীরা পালিয়ে যায়। শ্রেণিকক্ষ শিশুদের উপযোগী নয়। মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার থাকলেও সেগুলো চালানোর লোক নেই। সব মিলিয়ে সচেতন ও সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না করিয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করানো হয়।'

আগারগাঁও তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ২৭৩ জন। গত বছর ৪২ জন পিইসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মাত্র একজন জিপিএ ৫ পেয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার বলেন, 'অনেক অভিভাবক মনে করেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো গরিবদের বিদ্যালয়। তাঁরা মনে করেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের না পড়ালে সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হবে।'

শ্যামলীর রিং রোডে অবস্থিত প্রিমরোজ কিন্ডারগার্টেন স্কুলে গিয়ে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। পরিচ্ছন্ন পোশাকে নিরিবিলি পরিবেশে পাঠ গ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৫০। শিক্ষক ১৪ জন। ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১৬ জন অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে পাঁচজন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাহিদ পারভিন বলেন, 'আমরা একটি ক্লাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা সীমিত রাখি। প্রয়োজনে সেকশন বাড়ানো হয়। এতে শিক্ষার্থীদের যত্ন নেওয়া ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। একটি শিশুও স্কুল সময়ে গেট দিয়ে বাইরে যেতে পারে না। এতে স্কুল সময়ে অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত থাকেন। প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশুদের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। এসব কারণেই কিন্ডারগার্টেনের প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়ছে।'

ওই স্কুলের শিক্ষার্থী রওজাত জামানের মা ফারজানা নাঈম বলেন, 'প্রথমত নিরাপত্তা আছে। এরপর প্রতিদিন ডায়েরি মেইনটেন করা হয়। এতে আমার বাচ্চার কী সমস্যা তা জানতে পারি। টিচাররা আন্তরিক। একটি সরকারি প্রাথমিকের বাচ্চার চেয়ে অনেক বেশি জানতে পারছে, শিখতে পারছে।' মূলত এসব কারণেই কিন্ডারগার্টেনের প্রতি আগ্রহ।

রাজধানী ঘুরে দেখা যায়, যত্রতত্র গড়ে উঠেছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। পাশাপাশি বিল্ডিংয়ে বা এক এলাকায়ই একাধিক কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। ন্যূনতম অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা ছাড়াই গড়ে উঠেছে এসব স্কুল। এসব স্কুল নিবন্ধনের জন্য সরকার ২০১১ সালে একটি বিধিমালা জারি করলেও কেউ নিবন্ধন নিচ্ছে না। তবে এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়মের মধ্যে আনতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে মহানগর, জেলা ও উপজেলার জন্য তিন ধরনের টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্ডারগার্টেনগুলো পরিদর্শন করে এক মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দেওয়ার কথা ছিল এসব টাস্কফোর্সের। কিন্তু সেই সুপারিশ এখনো জমা হয়নি।

জানা যায়, ২০১১ সালের বিধিমালা মানতে পারবে এমন কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা চার শর বেশি হবে না। এদের কেউ কেউ নিবন্ধনের জন্য আবেদনও করেছে। তবে নির্ধারিত পরিমাণ জমি না থাকা সত্ত্বেও অনেক কিন্ডারগার্টেনই ভুয়া চুক্তিপত্র দেখিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এখনো কাউকেই নিবন্ধন দেয়নি।

কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের সভাপতি মো. ইস্কেন্দার আলী হাওলাদার কালের কণ্ঠকে বলেন, '২০১১ সালের বিধিমালা ২০১২ সালে সংশোধন করা হয়েছে। সেখানে যার যে জমির ওপর স্কুল আছে সে অনুযায়ীই আবেদনের কথা বলা হয়েছে। আমরাও চাই যেসব স্কুল চালানোর মতো নয়, সেগুলো বাতিল করা হোক। সব স্কুল একটি নীতিমালার মধ্যে আসুক। কিন্তু এ জন্য প্রধান কাজ নিবন্ধিত হওয়া। মোটামুটিভাবে একটি স্কুল যদি শর্ত পূরণ করে, তাহলে তাদের যেন নিবন্ধন দেওয়া হয়। আর এই নিবন্ধনের জন্য আমরা আরো সময় চাই। এরপর যদি এ ধরনের টাস্কফোর্স তাদের কাজ শুরু করে, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই।'